আভাস AVAS

তৃণমূল বার্তা

actionaid

এলআরপি ৫০ | ১৫ তম সংখ্যা | জুন-২০২৬

“আর্ট ফর হোপ”: শিশুদের চোখে সৃজনশীলতা, সহনশীলতা ও আশার গল্প

প্রান্তিক শিশুদের চিত্রকলা প্রদর্শনী “আর্ট ফর হোপ”

একশনএইড বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে এবং আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা-এর সহযোগিতায় আয়োজিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিশুদের আঁকা চিত্রকর্ম নিয়ে দুই দিনব্যাপী শিশুদের চিত্রকলা প্রদর্শনী “আর্ট ফর হোপ” অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রদর্শনীটি ১১-১২ মার্চ ২০২৬ তারিখে, প্রতিদিন বিকাল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ দ্য ঢাকা, ধানমন্ডিতে অনুষ্ঠিত হয়।

১১ মার্চ বিকাল ৩টায় আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের মাধ্যমে এই আয়োজনের সূচনা হয়, যেখানে শিশুদের সৃজনশীলতা ও সহনশীলতাকে উদযাপন করা হয়। প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পুরস্কারপ্রাপ্ত পাঁচ বছর বয়সী শিশু শিল্পী মারিয়াম নাসরিন আফসানা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একশনএইড বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ-এর শিক্ষক খোজাইমা ফাতেহালি জিয়াউদ্দিন, কার্টুনিস্ট ও শিল্পী মোরশেদ মিশু এবং বিশিষ্ট অভিনেতা ও চিত্রশিল্পী আফজাল হোসেনসহ বিশিষ্ট অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। তারা এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন এবং শিশুদের সৃজনশীলতা অব্যাহত রাখার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন।

শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও হ্যাপি হোমের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে একশনএইড বাংলাদেশ দীর্ঘদিন ধরে প্রান্তিক শিশুদের শিক্ষা, সুরক্ষা ও ক্ষমতায়নের সুযোগ তৈরি করে আসছে। এসব উদ্যোগ শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করেছে, যেখানে তারা শিখতে, বেড়ে উঠতে এবং নিজেদের স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে।

কলাপাড়ায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন শিশুদের অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত আয়োজন

তৃণমূল বার্তা ডেস্ক:

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন করা হয়েছে। কলাপাড়া উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে স্থানীয় জনগণ, শিক্ষার্থী ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানে আভাস ও একশনএইড বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও আভাস পরিচালিত সিএএসআর প্রকল্পের আওতায় লালুয়া, চম্পাপুর ও ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নেও স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে দিবসটি পালন করা হয়।

দিবসটির গুরুত্ব তুলে ধরতে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম, আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিশুদের অংশগ্রহণে আয়োজনগুলো হয়ে ওঠে আরও প্রাণবন্ত। মাতৃভাষা ও ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস শিশুদের মাঝে তুলে ধরতে লালুয়া জনতা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা

হয়। এতে বিপুলসংখ্যক শিশু অংশ নেয়। তাদের আঁকা ছবিতে ফুটে ওঠে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, শহীদ মিনার ও বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা শিশুদের মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আহ্বান জানান। তারা বলেন, নতুন প্রজন্মের কাছে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস পৌঁছে দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া শিশুদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিজয়ীদের পাশাপাশি সকল অংশগ্রহণকারী শিশুকেও উৎসাহমূলক পুরস্কার দেওয়া হয়। সার্বিকভাবে, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে কলাপাড়ায় আয়োজিত এ কর্মসূচি শিশুদের অংশগ্রহণে হয়ে ওঠে আনন্দমুখর ও অর্থবহ।

নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহারে স্বাবলম্বী হচ্ছেন নারীরা, চম্পাপুর, লালুয়া ও ডালবুগঞ্জে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

তৃণমূল বার্তা ডেস্ক:

পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার চম্পাপুর, লালুয়া ও ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা আভাস, একশনএইড বাংলাদেশের সহায়তায় সিএএসআর প্রকল্পের আওতায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের জীবনমান উন্নয়নে সৌরশক্তিনির্ভর বিভিন্ন প্রযুক্তি সরবরাহ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে সৌর সেচ পাম্প, সোলার ইনকিউবেটর, সৌরচালিত রাত্রিকালীন বাতি, ফ্যান এবং সোলার চুলা।

এসব প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে নারীরা গৃহস্থালি কাজ ও কৃষিকাজে আরও স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন। একই সঙ্গে সময় ও শ্রমও সাশ্রয় হচ্ছে। সৌর সেচ পাম্প ব্যবহারে কৃষিকাজে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কম খরচে সেচ সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে সোলার ইনকিউবেটরের মাধ্যমে হাঁস-মুরগির বাচ্চা ফুটানো ও পালন কার্যক্রম সহজ ও লাভজনক হয়েছে। এতে নারীদের জন্য নতুন আয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে। এছাড়া সোলার বাতি ও ফ্যান বিদ্যুৎ সমস্যার বিকল্প হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সোলার চুলার ব্যবহার পরিবেশবান্ধব রান্নার সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং জ্বালানি কাঠের ওপর নির্ভরতা কমিয়েছে।

এই কার্যক্রমের আওতায় নারীদের নিয়ে গঠিত রিফ্লেকশন একশন গ্রুপগুলোতেও বিভিন্ন ধরনের সৌর প্রযুক্তি দেওয়া হয়েছে। এসব গ্রুপে নারীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে আরও দক্ষ হয়ে উঠছেন। পাশাপাশি তাদের নেতৃত্ব ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয়ভাবে আয়োজিত সভা ও প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া নারীরা জানান, এই প্রযুক্তিগুলো তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। তারা এখন পরিবারে আর্থিকভাবে অবদান রাখতে পারছেন এবং সামাজিকভাবে আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছেন।

আভাসের কর্মকর্তারা জানান, প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হলো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং নারীদের ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করা। ভবিষ্যতে আরও বেশি পরিবারকে নবায়নযোগ্য শক্তির আওতায় আনার পরিকল্পনা এ উদ্যোগ গ্রামীণ উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে একটি কার্যকর ও টেকসই মডেল হিসেবে কাজ করছে।

আয়বর্ধক সহায়তায় বদলে যাচ্ছে কিশোরীদের জীবন, কমছে বাল্যবিবাহের ঝুঁকি

তৃণমূল বার্তা ডেস্ক:

পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া, চম্পাপুর ও ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নে কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়ন এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে আভাস। একশনএইড বাংলাদেশের সহায়তায় বাস্তবায়িত সিএএসআর ও গার্লস সাপোর্ট প্রকল্পের আওতায় ১৫ জন কিশোরীকে আয়বর্ধক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এই সহায়তার অংশ হিসেবে উপকারভোগীদের মধ্যে ১০টি ছাগল ও ৫টি গরু বিতরণ করা হয়। প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য হলো কিশোরীদের পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সহায়তা করা, পরিবারকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা এবং বাল্যবিবাহের ঝুঁকি কমানো।

সংশ্লিষ্টরা জানান, দারিদ্র্যের কারণে অনেক পরিবার মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দিতে বাধ্য হয়। আয়বর্ধক সহায়তা পরিবারগুলোর আর্থিক সংকট কমাতে সাহায্য করছে এবং মেয়েদের শিক্ষাজীবন চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করছে। উপকারভোগী কিশোরীরা এখন পড়াশোনার পাশাপাশি গরু ও ছাগল লালন-পালনের মাধ্যমে পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। এতে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ছে এবং পরিবারেও তাদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এক কিশোরী জানায়, "আগে পরিবারের আর্থিক সমস্যার কারণে আমার পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এখন আমি আয় করতে পারছি, তাই পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারছি।" শুধু কিশোরীরাই নয়, তাদের পরিবারও এ উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। অনেক অভিভাবক বলেন, মেয়েরা এখন পরিবারের বোঝা নয়, বরং সম্পদে পরিণত হয়েছে। ফলে বাল্যবিবাহের চিন্তা থেকে সরে এসে তারা মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে পারছেন।

আভাস কর্তৃপক্ষ জানায়, এই উদ্যোগ শুধু অর্থনৈতিক সহায়তা নয়, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উপকারভোগীদের গবাদিপশু পালন বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা দীর্ঘমেয়াদে লাভবান হতে পারে। স্থানীয় সচেতন মহল মনে করছে, এ ধরনের উদ্যোগ গ্রামীণ সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন ও টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সামগ্রিকভাবে, আভাস ও একশনএইড বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগ কিশোরীদের জীবনে নতুন আশার আলো জ্বালিয়েছে এবং তাদের জন্য সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের পথ তৈরি করছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে কলাপাড়ায় বর্ণাঢ্য আয়োজন কিশোরী ও নারীদের অংশগ্রহণে উৎসবমুখর পরিবেশ

তৃণমূল বার্তা ডেস্ক:

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৬ উপলক্ষে পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলায় কিশোরী ও নারীদের অংশগ্রহণে বর্ণাঢ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এবং একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় আভাস বাস্তবায়িত সিএএসআর প্রকল্পের আওতায় লালুয়া, চম্পাপুর ও ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শুরুতে নারী দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তারা নারীর অধিকার, লিঙ্গ সমতা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সমাজে নারীর অবদান নিয়ে আলোচনা করেন। তারা বলেন, একটি সমৃদ্ধ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। বক্তারা কিশোরীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় অংশগ্রহণকারী নারীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও মতামত তুলে ধরেন, যা আলোচনা সভাকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলে।

আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারীদের আনন্দ দিতে বিভিন্ন বিনোদনমূলক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে বল বদল ও বেলুন রক্ষা প্রতিযোগিতা ছিল উল্লেখযোগ্য। নারীরা উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে এসব প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। পুরো আয়োজনটি উৎসবমুখর পরিবেশে পরিণত হয়। পরে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এতে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে আনন্দ ও উৎসাহ সৃষ্টি হয়।

সার্বিকভাবে, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এ কর্মসূচি নারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, পারস্পরিক সৌহার্দ্য এবং আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে এবং নারীরা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে আরও সচেতন হয়ে সমাজ উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন।

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের বার্তা কলাপাড়ায় শিক্ষার্থীদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ

তৃণমূল বার্তা ডেস্ক:

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে অভিভাবকদের সচেতনতার গুরুত্ব তুলে ধরতে পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলায় ব্যতিক্রমধর্মী বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় আভাস পরিচালিত সিএএসআর প্রকল্পের আওতায় লালুয়া, চম্পাপুর ও ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের মেয়ে শিশুদের অংশগ্রহণে কলাপাড়া প্রেস ক্লাবের হলরুমে এ আয়োজন করা হয়।

"অভিভাবকের সচেতনতাই যথেষ্ট" শীর্ষক বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরে বিতর্কে অংশ নেয় লালুয়া জনতা স্কুল ও চম্পাপুর এম ইউ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। প্রাণবন্ত যুক্তি-তর্ক, তথ্য-উপাত্ত ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর প্রভাব তুলে ধরে। এতে শুধু প্রতিযোগিতাই নয়, সচেতনতা বৃদ্ধির একটি কার্যকর পরিবেশও তৈরি হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাওছার হামিদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, প্রকল্প কর্মকর্তা, সিপিপির সহকারী পরিচালক, মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন আভাসের নির্বাহী পরিচালক রহিমা সুলতানা কাজল। তিনি বলেন, "বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে শুধু আইন নয়, প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা ও অভিভাবকদের মানসিকতার পরিবর্তন। এ ধরনের আয়োজন শিশুদের নেতৃত্বগুণ ও সচেতনতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।" প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি শিক্ষার্থীদের সাহসী অংশগ্রহণের প্রশংসা করে বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিরাপদ ও শিক্ষিত করতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠান শেষে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। আয়োজকরা জানান, ভবিষ্যতেও এ ধরনের সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে, যা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কেঁচো সার উৎপাদনে স্বাবলম্বী হচ্ছেন নারীরা কলাপাড়ায় বদলে যাচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতি

তৃণমূল বার্তা ডেস্ক:

পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া, চম্পাপুর ও ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নে কেঁচো সার (ভার্মি কম্পোস্ট) উৎপাদনের মাধ্যমে নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্যোগ সফলতা পাচ্ছে। একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় এবং আভাসের আয়োজনে সিএএসআর প্রকল্পের আওতায় এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়নগুলোর রিফ্লেকশন দলের সদস্য নারীরা নিজেদের বসতবাড়িতে ছোট পরিসরে কেঁচো সার তৈরি করছেন। পাশাপাশি দলগতভাবেও বৃহৎ আকারে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হয়ে নারীরা পরিবেশবান্ধব এই সার উৎপাদনে দক্ষতা অর্জন করেছেন। বসতবাড়ির জৈব বর্জ্য ব্যবহার করে অল্প খরচে কেঁচো সার তৈরি করা সম্ভব হওয়ায় এটি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। উৎপাদিত সার প্রথমে নিজেদের জমিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং মাটির উর্বরতা বজায় থাকছে। অতিরিক্ত উৎপাদিত সার স্থানীয় কৃষকদের কাছে বিক্রি করে নারীরা বাড়তি আয়ও করছেন। এ উদ্যোগ নারীদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা বাড়ানোর পাশাপাশি পরিবারে তাদের মর্যাদা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করছে। অনেক নারী এখন পরিবারে আয়কারী সদস্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

রিফ্লেকশন দলের সদস্যরা জানান, এই উদ্যোগ তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। আগে যারা শুধু গৃহস্থালির কাজেই সীমাবদ্ধ ছিলেন, তারা এখন আয়মূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে পরিবারের সম্পদে পরিণত হচ্ছেন। প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এ উদ্যোগ দীর্ঘমেয়াদে গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে এবং টেকসই কৃষি চর্চাকে এগিয়ে নেবে। পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক অবস্থানের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

স্থানীয়ভাবে এ কার্যক্রমের সফলতা দেখে আশপাশের এলাকাতেও আগ্রহ তৈরি হয়েছে। অনেকেই এখন কেঁচো সার উৎপাদনে যুক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন, যা ভবিষ্যতে একটি সম্ভাবনাময় খাতে পরিণত হতে পারে।

কলাপাড়ায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালিত র‍্যালি, আলোচনা সভা ও অগ্নি নিয়ন্ত্রণ মহড়া অনুষ্ঠিত

তৃণমূল বার্তা ডেস্ক:

"দুর্যোগ প্রস্তুতিতে লড়ব, তারুণ্যের বাংলাদেশ গড়ব" প্রতিপাদ্যে পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০২৬ পালিত হয়েছে। একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় আভাসের আয়োজনে এবং কলাপাড়া উপজেলা পরিষদের একাত্মতায় দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে সকালে কলাপাড়া উপজেলা চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি কলাপাড়া বাজারের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় উপজেলা চত্বরে এসে শেষ হয়। র‍্যালিতে উপজেলা প্রশাসন, সিপিপি সদস্য, বিভিন্ন এনজিও ও আইএনজিও প্রতিনিধি, ফায়ার সার্ভিসের কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

পরে উপজেলা চত্বরে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলাপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাওছার হামিদ। এছাড়াও বক্তব্য দেন উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা, সিপিপির সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান এবং আভাসের প্রকল্প ম্যানেজার মো. মনিরুল ইসলাম। বক্তারা দুর্যোগ মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা বলেন, দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সবার সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা অগ্নি নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন কৌশল নিয়ে বাস্তবধর্মী মহড়া প্রদর্শন করেন। এতে অংশগ্রহণকারীরা জরুরি পরিস্থিতিতে করণীয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেন, এ ধরনের আয়োজন স্থানীয় জনগণের মধ্যে দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে এবং ভবিষ্যতে যেকোনো দুর্যোগ মোকাবিলায় সবাইকে আরও সক্ষম করে তুলবে।

মেয়ে শিশুদের জন্য যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতামূলক সেশন অনুষ্ঠিত লালুয়া, চম্পাপুর ও ডালবুগঞ্জে কিশোরীদের অংশগ্রহণ

তৃণমূল বার্তা ডেস্ক:

পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া, চম্পাপুর ও ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নে মেয়ে শিশুদের জন্য যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ক সচেতনতামূলক সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিএএসআর প্রকল্পের উদ্যোগে আয়োজিত এসব সেশন পরিচালনা করেন প্রজেক্ট অফিসার রুবি আক্তার। সেশনগুলোতে বিভিন্ন বয়সী কিশোরী অংশগ্রহণ করে। তারা বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও সচেতনতা অর্জনের সুযোগ পায়।

আলোচনায় বিশেষভাবে মাসিককালীন স্বাস্থ্যবিধি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং মাসিক নিয়ে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার দূর করার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা ও মতামতও শেয়ার করে, যা একটি উন্মুক্ত ও অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ তৈরি করে। এছাড়াও সেশনগুলোতে আবেগ নিয়ন্ত্রণ, দ্বন্দ্ব নিরসন, সুস্থ ও নিরাপদ বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং পুষ্টিকর খাবারের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। কিশোর-কিশোরীদের জন্য ক্ষতিকর অভ্যাস, যেমন মাদক গ্রহণ ও মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার সম্পর্কেও সতর্ক করা হয়।

সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা এবং নারী ও শিশু নির্যাতনের মতো বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের এসব বিষয়ে সচেতন হয়ে নিজেদের ও অন্যদের সুরক্ষায় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানানো হয়। সেশন পরিচালনাকারী রুবি আক্তার বলেন, "কিশোরীদের সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ ধরনের সেশন তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সহায়তা করে এবং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে সচেতন করে তোলে।"

এ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো শিশুদের ছোটবেলা থেকেই সচেতন করে তোলা, যাতে তারা নিজেদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানে এবং সামাজিক নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম হয়ে ওঠে। সিএএসআর প্রকল্পের এ ধরনের উদ্যোগ শিশুদের সুস্থ বিকাশ, নিরাপদ জীবনযাপন এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

কলাপাড়ায় বই পড়া প্রতিযোগিতা, শিশুদের পাঠাভ্যাসে নতুন উদ্দীপনা

তৃণমূল বার্তা ডেস্ক:

পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া, চম্পাপুর ও ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের সাতটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুদের অংশগ্রহণে বই পড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় আভাস কর্তৃক আয়োজিত সিএএসআর প্রকল্পের আওতায় এ আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা, সৃজনশীলতা বৃদ্ধি এবং জ্ঞানার্জনের আগ্রহ তৈরি করাই ছিল এ প্রতিযোগিতার মূল উদ্দেশ্য।

প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ২ থেকে ৩টি গ্রুপে ভাগ করা হয়, যাতে সব শ্রেণির শিক্ষার্থী সমানভাবে অংশ নিতে পারে। প্রতিযোগীরা নির্ধারিত বই থেকে পাঠ করে শোনায় এবং তাদের উচ্চারণ, সাবলীলতা, বোধগম্যতা ও উপস্থাপনার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়। এতে বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে, যা পুরো আয়োজনকে প্রাণবন্ত করে তোলে। বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, আভাসের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। তাদের নিরপেক্ষ মূল্যায়নের মাধ্যমে সেরা পাঠক নির্বাচন করা হয়। পরে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বর্তমান সময়ে শিশুদের মধ্যে মোবাইল ও ইন্টারনেট নির্ভরতা বাড়ায় বই পড়ার অভ্যাস কমে যাচ্ছে। এ ধরনের আয়োজন শিশুদের বইয়ের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তারা আরও বলেন, নিয়মিত এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানভান্ডার সমৃদ্ধ হবে এবং তারা ভবিষ্যতে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

অভিভাবকরা এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, শিশুদের মানসিক বিকাশে বই পড়ার বিকল্প নেই। তারা ভবিষ্যতে এ ধরনের কার্যক্রম আরও বিস্তৃতভাবে আয়োজনের আহ্বান জানান। সার্বিকভাবে, এ বই পড়া প্রতিযোগিতা শিশুদের মাঝে শিক্ষার আনন্দ ছড়িয়ে দিতে এবং পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

অজপাড়া গায়ের অদম্য মেধাবী “ শাকিরা”

তৃণমূল বার্তা ডেস্ক:

ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের বরকতিয়া গ্রামের মেধাবী মেয়ে শাকিরা, ইউ০৫০০১২৬৮ বাবা কাঠমিস্ত্রি মা গৃহিনী চার বোনের মধ্যে শাকিরা তৃতীয়, বর্তমানে শাকিরা অষ্টম শ্রেনিতে পড়ে ছোটবেলা থেকে প্রতি শ্রেণিতে সে প্রথম স্থান অধিকার করে সমাজে এমন কিছু মানুষ থাকে, যাদের মেধা, পরিশ্রম এবং দৃঢ় মনোবল তাদের অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে। এদেরই বলা হয় “অদম্য মেধাবী”-যারা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে অবিচল থাকে। তাদের জীবনের গল্প আমাদের অনুপ্রেরণা দেয় এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস জোগায়।

অদম্য মেধাবীদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাদের অদম্য ইচ্ছাশক্তি। তারা কখনো সহজে হার মানে না। ব্যর্থতা তাদের থামিয়ে দিতে পারে না; বরং আরও শক্তিশালী করে তোলে। তারা সময়ের মূল্য বোঝে, নিয়মিত অধ্যবসায় করে এবং নিজেদের উন্নতির জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকে শাকিরা তারই প্রমান।

অদম্য মেধাবীরা প্রায়ই নানা ধরনের বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয় দারিদ্র্য, পারিবারিক সমস্যা, বা সামাজিক প্রতিবন্ধকতা। কিন্তু তারা এসবকে দুর্বলতা হিসেবে না দেখে শক্তিতে রূপান্তর করে। সীমিত সুযোগ-সুবিধার মধ্যেও তারা নিজের মেধা ও শ্রম দিয়ে এগিয়ে যায়।

এই ধরনের মেধাবীরা শুধু নিজেরাই সফল হয় না, বরং সমাজের জন্যও অবদান রাখে। তারা অন্যদের অনুপ্রাণিত করে, নতুন চিন্তার জন্ম দেয় এবং দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের সাফল্যের গল্প অন্যদের জন্য পথপ্রদর্শক হয়ে ওঠে।

আমাদের চারপাশেই অনেক অদম্য মেধাবীর উদাহরণ দেখা যায়– গ্রামের দরিদ্র পরিবারের কোনো শিক্ষার্থী, যে কঠোর পরিশ্রম করে উচ্চশিক্ষা অর্জন করছে; অথবা এমন কেউ, যে প্রতিকূল পরিবেশেও নিজের স্বপ্ন পূরণে লড়াই করে যাচ্ছে।

অদম্য মেধাবীরা সমাজের জন্য এক একজন মূল্যবান সম্পদ। তাদের সংগ্রাম, অধ্যবসায় ও সফলতা আমাদের শেখায়– পরিশ্রম, ধৈর্য এবং আত্মবিশ্বাস থাকলে কোনো বাধাই অতিক্রম করা অসম্ভব নয়। তাই আমাদের উচিত এই মেধাবীদের উৎসাহ দেওয়া এবং তাদের পথ অনুসরণ করে নিজেদের জীবনকে গড়ে তোলা।

মিথিলা দিদির মুখে হাসি: সংগ্রাম পেরিয়ে সফলতার গল্প

তৃণমূল বার্তা ডেস্ক:

পটুয়াখালী জেলার কমলাপুর ইউনিয়নের উঃ ধরানীক গ্রামের মিথিলার জীবন যেন সংগ্রামের এক জীবন্ত উদাহরণ। হতদরিদ্র পরিবারে জন্ম নেওয়া মিথিলার শৈশব কেটেছে অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে। চার বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে সবার ছোট তিনি। মাত্র ১০ বছর বয়সে বাবাকে হারানোর পর পরিবারের দায়িত্ব পড়ে মায়ের উপর। অনেক সময় না খেয়ে থাকতে হয়েছে তাদের, সমাজ থেকেও তেমন কোনো সহায়তা মেলেনি। তবুও থেমে থাকেননি মিথিলা। বড় বোনের সহায়তায় তিনি ২০১৭ সালে এসএসসি পাস করেন। এরপর পরিবারের আর্থিক সংকট দূর করতে গার্মেন্টসে চাকরি শুরু করেন। উপার্জিত অর্থের মাধ্যমে তার বিয়ে হয় কলাপাড়া উপজেলার চম্পাপুর ইউনিয়নের দঃ মাছুয়াখালী গ্রামের গোপাল চন্দ্রের সঙ্গে। তবে বিয়ের পরও তার জীবনে স্বচ্ছলতা আসেনি। স্বামী ছিলেন মুদি দোকানের কর্মচারী এবং শ্বশুর প্রতিবন্ধী হওয়ায় সংসারের খরচ চালাতে হিমশিম খেতে হতো। সংসারের হাল ধরতে মিথিলা ছোট সন্তানকে শাশুড়ির কাছে রেখে দিনমজুরির কাজ শুরু করেন। কঠোর পরিশ্রম করে তিনি একটি ছাগল কিনেন, পরে সেটি বিক্রি করে কিছু জমি ক্রয় করেন। সেখান থেকেই তার জীবনে পরিবর্তনের সূচনা। ধীরে ধীরে গরু পালন, হাঁস-মুরগি পালন ও কৃষিকাজের মাধ্যমে তিনি স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেন। বর্তমানে তার চারটি গরু রয়েছে এবং তিনি সফলভাবে সবজি চাষ করছেন। পরবর্তীতে আভাস ও একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় সিএএসআর ও সিআরএফএমএ প্রকল্পে যুক্ত হয়ে মিথিলার জীবন নতুন দিগন্ত পায়।

নারী দলের সহ-সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তিনি নিয়মিত সভায় অংশগ্রহণ করেন।

আগে লাজুক স্বভাবের হলেও এখন তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সবার সামনে কথা বলতে পারেন। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তিনি ভার্মি কম্পোস্ট ও জৈব সার তৈরি, বালাই ব্যবস্থাপনা এবং আধুনিক কৃষি কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। নিজের তৈরি জৈব সার ব্যবহার করে শীতকালীন সবজি উৎপাদনে তিনি সফলতা পেয়েছেন। পাশাপাশি ভিলেজ সেভিংস ও ঋণ কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি সঞ্চয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন এবং দলের অন্যান্য সদস্যদেরও সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করছেন। মিথিলার এই অদম্য সংগ্রাম ও সফলতা আজ এলাকার নারীদের জন্য অনুপ্রেরণা। তিনি বিশ্বাস করেন, সুযোগ ও সঠিক দিকনির্দেশনা পেলে নারীরাও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। ভবিষ্যতে আরও শেখার এবং নিজেকে উন্নত করার প্রত্যাশা নিয়ে তিনি এগিয়ে যেতে চান।

কিশোরীদের শিক্ষার পথে সহায়ক উদ্যোগ: কলাপাড়ায় বাইসাইকেল বিতরণ

তৃণমূল বার্তা ডেস্ক:

একশনএইডের সহযোগিতায় এবং আভাস কর্তৃক আয়োজিত কলাপাড়া উপজেলার সিএএসআর ও গার্লস সাপোর্ট প্রকল্পের আওতায় লালুয়া, চম্পাপুর ও ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নে একটি মানবিক ও সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে জনহিতকর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ৫ জন দরিদ্র এবং বিদ্যালয় থেকে দূরে বসবাসকারী বড় কিশোরী মেয়েদের মাঝে বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় অনেক কিশোরী মেয়ে দূরত্ব, যাতায়াত সমস্যা এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে নিয়মিত বিদ্যালয়ে যেতে পারে না। ফলে তাদের শিক্ষা জীবন মাঝপথেই বন্ধ হয়ে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে তারা বাল্যবিবাহের শিকার হয়।

চিত্রাংকন

নুপুর ৫ম শ্রেণি

রিদোয়ান ৭ম শ্রেণি

জেমি ৭ম শ্রেণি

সুমাইয়া ৭ম শ্রেণি

আবু বকর ৭ম শ্রেণি

ছোয়া ৭ম শ্রেণি

নেকি ৮ম শ্রেণি

সায়েম

তাসালিমা ৯ম শ্রেণি

মরিয়ম ৯ম

দোলা ৯ম শ্রেণি

লিজা ৯ম শ্রেণি

ফিমা রহমান ৯ম শ্রেণি

জুলিয়া ১০ম শ্রেণি

মারিয়া ১০ম শ্রেণি

মাম্মি ১০ম শ্রেণি

এই বাস্তবতা বিবেচনায় এনে আয়োজক প্রতিষ্ঠানটি এমন একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা কিশোরীদের শিক্ষার পথে একটি বড় সহায়তা হিসেবে কাজ করবে। বাইসাইকেল পাওয়ার ফলে এসব কিশোরীরা এখন সহজেই এবং স্বল্প সময়ে বিদ্যালয়ে যাতায়াত করতে পারবে। এতে তাদের স্কুলে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পাবে এবং তারা পড়াশোনায় আরও মনোযোগী হয়ে উঠবে। শিক্ষা অব্যাহত রাখার সুযোগ তৈরি হওয়ায় তাদের আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পাবে এবং তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে পারবে। এই উদ্যোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে এর ইতিবাচক প্রভাব। সমাজে এখনো অনেক পরিবার আর্থিক অসচ্ছলতা ও সামাজিক চাপে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে দেয়। কিন্তু যখন মেয়েরা নিয়মিত স্কুলে যায় এবং শিক্ষার সাথে যুক্ত থাকে, তখন তাদের বাল্যবিবাহের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়। বাইসাইকেল প্রদানের মাধ্যমে সেই পথকে আরও সুগম করা হয়েছে। এছাড়াও, এই উদ্যোগ পরিবারের আর্থিক চাপ কমাতেও সহায়ক ভূমিকা রাখছে। প্রতিদিন যাতায়াতের জন্য অতিরিক্ত খরচ বহন করা অনেক পরিবারের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু বাইসাইকেল থাকার কারণে মেয়েরা বিনা খরচে স্কুলে যেতে পারছে, ফলে পরিবারের উপর অতিরিক্ত বোঝা তৈরি হচ্ছে না। স্থানীয়ভাবে এই কার্যক্রম ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছে। অভিভাবকরা এ ধরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং তারা মনে করছেন, এ ধরনের সহায়তা তাদের মেয়েদের ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আভাস কর্তৃক জানিয়েছেন, ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। তাদের লক্ষ্য হলো আরও বেশি কিশোরীকে শিক্ষার মূলধারায় ফিরিয়ে আনা এবং একটি সচেতন, শিক্ষিত ও বৈষম্যহীন সমাজ গড়ে তোলা। এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে সেই লক্ষ্য অর্জনের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে।

সংগ্রাম থেকে স্বাবলম্বিতা কালো রানীর অনন্য সাফল্যের গল্প

তৃণমূল বার্তা ডেস্ক:

পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার এক সাধারণ গ্রামে জন্ম নেওয়া কালো রানীর জীবন শুরু থেকেই ছিল সংগ্রামে ভরা। মাত্র বারো-তেরো বছর বয়সে বিয়ের পরই তার জীবনে নেমে আসে কঠিন বাস্তবতা। অল্প বয়সেই গর্ভবতী হলে তার স্বামী হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান। স্বামীর অনুপস্থিতিতে একা সন্তানের জন্ম দেওয়া এবং তাকে লালন-পালন করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হয় কালো রানীকে। জীবনের এই কঠিন সময় তাকে ভেঙে না দিয়ে বরং আরও দৃঢ় করে তোলে।

মেয়ে সন্তানের জন্মের পর থেকেই শুরু হয় তার নতুন জীবন যুদ্ধ। অর্থনৈতিক সংকট, সামাজিক বাধা এবং একাকীত্ব সবকিছুর সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে হয় তাকে। ঠিক এই সময় আভাসের উদ্যোগে এবং একশনএইড বাংলাদেশের সহায়তায় পরিচালিত সি.এস.আর প্রকল্পের আওতায় আসেন কালো রানী। এই প্রকল্প তার জীবনে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেয়।

প্রকল্পের মাধ্যমে কালো রানী বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। কালো রানীর মেয়ে আভাস একশনএইড বাংলাদেশ-এর সি.এস.আর প্রকল্প থেকে একটি গরু সার্পোট পায় সেই থেকে তিনি গাভী পালন, তরমুজ চাষ, হাঁস-মুরগি পালন এবং বসতবাড়ির আঙিনায় সবজি চাষের মতো কার্যক্রমে দক্ষতা অর্জন করেন। শুধু প্রশিক্ষণই নয়, মেয়ের নামে আয়বর্ধনমূলক সহায়তাও পান, যা তার স্বাবলম্বী হওয়ার পথে বড় ভূমিকা রাখে।

কালো রানীর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দৃঢ় মনোবলের ফলেই আজ তিনি নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছেন। তার গাভী পালন থেকে দুধ বিক্রি, তরমুজ চাষ থেকে মৌসুমি আয়, হাঁস-মুরগি ও সবজি বিক্রির মাধ্যমে তিনি এখন নিয়মিত আয় করছেন। শুধু নিজের পরিবারই নয়, আশপাশের নারীদের কাছেও তিনি হয়ে উঠেছেন অনুপ্রেরণার প্রতীক।

সমাজের এক সময়ের অবহেলিত নারী কালো রানী এখন একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন। তার এই সাফল্যের গল্প প্রমাণ করে, সঠিক সহায়তা এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি থাকলে যেকোনো প্রতিকূলতাকে জয় করা সম্ভব।

কালো রানীর মতো নারীরা শুধু নিজের জীবনই পরিবর্তন করেন না, বরং সমাজের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তার এই সংগ্রামী জীবনের গল্প নিঃসন্দেহে অন্যদের জন্য এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে শিক্ষাবৃত্তি পেয়ে স্বাবলম্বিতার পথে কিশোরীরা

একশনএইড বাংলাদেশের সহায়তায় আভাস কর্তৃক বাস্তবায়িত সিএএসআর ও গার্লস সাপোর্ট প্রকল্পের আওতায় কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া, চম্পাপুর ও ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের ১০ জন অতি দরিদ্র স্পন্সরশিপভুক্ত কিশোরী শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। সম্প্রতি আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রত্যেক কিশোরীর নিজস্ব ব্যাংক হিসাব খুলে সেই হিসাবে ৫,০০০ টাকার অ্যাকাউন্ট পে-চেক প্রদান করা হয়। এই উদ্যোগের বিশেষত্ব হলো, কিশোরীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে তাদের নিজ নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এর ফলে তারা আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করবে এবং ভবিষ্যতে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পথে এগিয়ে যেতে পারবে। সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, এটি শুধু একটি শিক্ষাবৃত্তি নয়, বরং কিশোরীদের ক্ষমতায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা বলেন, সমাজের পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলোতে আর্থিক সংকটের কারণে অনেক সময় মেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায় এবং বাল্যবিবাহের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এই শিক্ষাবৃত্তি কিশোরীদের শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখতে সহায়তা করবে এবং পরিবারগুলোকে সচেতন করবে যাতে তারা মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে না দিয়ে পড়াশোনায় উৎসাহিত করে।শিক্ষাবৃত্তি পাওয়া কিশোরীরা তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে জানায়, এই সহায়তা তাদের জন্য নতুন আশার আলো নিয়ে এসেছে। তারা পড়াশোনা চালিয়ে যেতে আরও অনুপ্রাণিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছে। অনেকেই ভবিষ্যতে শিক্ষক, স্বাস্থ্যকর্মী বা অন্য পেশায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছে। অভিভাবকরাও এই উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তারা বলেন, ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করায় অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং কিশোরীরা নিজেরাও অর্থ ব্যবস্থাপনা শিখতে পারবে। এতে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে। আভাস কর্তৃপক্ষ জানায়, কিশোরীদের শিক্ষা, অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে তারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও এই ধরনের কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করার পরিকল্পনা রয়েছে। সচেতন মহলের মতে, এ ধরনের উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সহায়ক এবং একটি শিক্ষিত, সচেতন ও স্বাবলম্বী প্রজন্ম গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষার্থীদের খেলাধুলায় উৎসাহ দিতে সিএএসআর প্রকল্পে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ

তৃণমূল বার্তা ডেস্ক:

একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় আভাস কর্তৃক বাস্তবায়িত সিএএস আর প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া, চম্পাপুর ও ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এই কার্যক্রমের আওতায় মোট ৪টি হাই স্কুল, ১টি দাখিল মাদ্রাসা এবং ২১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফুটবল, ক্রিকেট ব্যাট-বল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন সেটসহ বিভিন্ন ধরনের ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করা হয়। বিতরণকৃত এসব সামগ্রী শুধুমাত্র স্পন্সরশিপভুক্ত শিশুদের জন্যই নয়, বরং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীই ব্যবহার করতে পারবে।বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অভিভাবকরা জানান, বর্তমানে অনেক শিশু মোবাইল ও প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে পড়ছে, যার ফলে তাদের শারীরিক চর্চা কমে যাচ্ছে।

এই ধরনের উদ্যোগ শিশুদের মাঠমুখী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। একই সাথে খেলাধুলার মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে দলগত মনোভাব, নেতৃত্বগুণ এবং শৃঙ্খলাবোধ গড়ে উঠবে। ক্রীড়া সামগ্রী পেয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝেও ব্যাপক উৎসাহ ও আনন্দ লক্ষ্য করা যায়। অনেক শিক্ষার্থী জানায়, আগে তারা পর্যাপ্ত ক্রীড়া সামগ্রী না থাকায় নিয়মিত খেলাধুলা করতে পারতো না। এখন তারা স্কুলে এসে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়মিত খেলতে পারবে, যা তাদের পড়াশোনার পাশাপাশি মানসিক প্রশান্তি দেবে। প্রকল্প সংশ্লিষ্টরা জানান, একশনএইড বাংলাদেশ-এর সহায়তায় পরিচালিত এই সিএএসআর প্রকল্পটি শিশুদের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষার পাশাপাশি ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে শিশুদের সম্পৃক্ত করা এই প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য। ভবিষ্যতেও এমন কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সার্বিকভাবে বলা যায়, এই ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রমটি শুধু শিশুদের আনন্দই দেয়নি, বরং তাদের সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার পথকে আরও সুগম করেছে।

কলাপাড়ায় শীতকালীন পিঠা উৎসব: শিশুদের আনন্দমুখর এক মিলনমেলা

তৃণমূল বার্তা ডেস্ক:

পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার সিএএসআর প্রকল্পের আওতাভুক্ত লালুয়া, চম্পাপুর ও ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নে স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে এক আনন্দঘন শীতকালীন পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলার ডালবুগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের মাঠে আয়োজিত এ উৎসবটি ছিল গ্রামীণ ঐতিহ্য ও সামাজিক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উৎসবে গ্রামের সাধারণ মানুষের পাশাপাশি স্পন্সরশিপভুক্ত শিশু ও তাদের পরিবার সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শিশুদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তারা বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যবাহী শীতকালীন পিঠার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়, যা তাদের সাংস্কৃতিক জ্ঞান বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উৎসব প্রাঙ্গণে বিভিন্ন স্টলে ভাপা পিঠা, পাটিসাপটা, চিতই পিঠা, দুধপুলি, নারিকেল পিঠাসহ নানা ধরনের সুস্বাদু পিঠা প্রদর্শন ও বিক্রয় করা হয়। আগত দর্শনার্থীরা নিজেদের পছন্দমতো পিঠা উপভোগ করেন এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আনন্দঘন সময় কাটান। পিঠার স্বাদ ও বৈচিত্র্যে পুরো আয়োজন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে ডালবুগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব হেদায়েত উল্লা জিহাদীসহ পরিষদের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। তারা এ ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, গ্রামীণ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধরে রাখতে এমন আয়োজন নিয়মিত হওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি শিশুদের অংশগ্রহণ এ ধরনের অনুষ্ঠানে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে। এ আয়োজন শিশুদের মাঝে আনন্দ, উৎসাহ ও সামাজিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করেছে। একই সঙ্গে স্থানীয় জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ও সৌহার্দ্য বাড়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। গ্রামীণ সংস্কৃতির ধারক-বাহক হিসেবে পিঠা উৎসব শুধু একটি খাদ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান নয়, বরং এটি একটি সামাজিক বন্ধন গড়ে তোলার অনন্য মাধ্যম।

সার্বিকভাবে, কলাপাড়ার এ শীতকালীন পিঠা উৎসবটি ছিল শিশু ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে এক প্রাণবন্ত ও সফল আয়োজন, যা ভবিষ্যতে আরও বৃহৎ পরিসরে আয়োজনের প্রত্যাশা জাগিয়েছে।

তৃণমূল বার্তা

সম্পাদকীয়

১৫ তম সংখ্যা • জুন ২০২৬

এলআরপি ৫০

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

আভাস কর্তৃক আয়োজিত এবং একশনএইড বাংলাদেশ-এর সহায়তায় বাস্তবায়িত সিএএসআর প্রকল্প মূলত শিশুদের সার্বিক বিকাশ, সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া, চম্পাপুর ও ডালবুগঞ্জ ইউনিয়নে এই প্রকল্প শিশুদের কেন্দ্র করে একটি নিরাপদ, সচেতন ও মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের সকল কার্যক্রমের কেন্দ্রে রয়েছে শিশু। তাদের কণ্ঠস্বরকে গুরুত্ব দিয়ে ২১টি শিশু ফোরাম গঠন করা হয়েছে, যেখানে শিশুরা নিজেরাই তাদের সমস্যা, সম্ভাবনা ও স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করে এবং সমাধানের পথ খুঁজে নেয়। একইসাথে শিশু সাংবাদিকদের নিয়ে বছরে দুইবার "তৃণমূল বার্তা" পত্রিকা প্রকাশ করা হয়, যেখানে শিশুদের চোখে দেখা সমাজের বাস্তব চিত্র ফুটে ওঠে। এর মাধ্যমে শিশুরা শুধু লেখালেখির দক্ষতাই অর্জন করছে না, বরং তারা সমাজের দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠছে। শিশুদের নিরাপত্তা ও উন্নয়নে সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে ৪১টি নারী রিফ্লেকশন দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মায়েরা ও নারীরা শিশুদের সুরক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠছেন এবং নিজেদের পরিবার ও সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনছেন। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, শিশুশ্রম বন্ধ এবং স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলায় তারা সম্মিলিতভাবে কাজ করছেন। বর্তমান সময়ে হামের প্রাদুর্ভাবসহ বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য ইস্যুতে সচেতনতা তৈরিতে আমাদের শিশু ফোরাম, যুবফোরাম এবং নারী দলগুলো একযোগে কাজ করছে। শিশুরা নিজেরাই সচেতনতামূলক বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে পরিবার ও সমাজকে সচেতন করছে, যা তাদের নেতৃত্ব ও দায়িত্ববোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্পন্সরশিপভুক্ত শিশুদের শিক্ষা ও স্বপ্ন পূরণ আমাদের অগ্রাধিকারের অন্যতম বিষয়। অনেক শিশু ইতোমধ্যে মাধ্যমিক পেরিয়ে কলেজে অধ্যয়ন করছে; যা তাদের জীবনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করছে। এই অর্জন প্রমাণ করে, সঠিক সহায়তা ও সুযোগ পেলে শিশুরাই পারে নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে। আভাস সবসময় স্থানীয় প্রশাসন ও সরকারের সাথে সমন্বয় করে শিশুদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন সামাজিক ও সরকারি কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষাকে আরও জোরদার করা হচ্ছে। পরিশেষে বলা যায়, আভাস ও একশনএইডের এই উদ্যোগ শিশুদের ঘিরেই একটি শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলনে রূপ নিয়েছে; যেখানে শিশুরা কেবল উপকারভোগী নয়, বরং পরিবর্তনের অগ্রদূত। তাদের স্বপ্ন, সাহস ও অংশগ্রহণই আমাদের আগামী দিনের সুন্দর সমাজ গঠনের প্রধান ভিত্তি।

শরীফ মোঃ কবির

সম্পাদক, তৃণমূল বার্তা, কলাপাড়া, পটুয়াখালী।

সম্পাদকীয়

একশনএইড বাংলাদেশ ১৯৮৩ সাল থেকে দারিদ্র্য, বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাজ করে আসছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিচালিত ১০টি লোকাল রাইটস প্রোগ্রামের মাধ্যমে সংস্থাটি বিশেষভাবে নারী, শিশু এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় নানা উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। এই উদ্যোগগুলোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো শিশুদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব বিকাশ। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে একশনএইড বাংলাদেশ ১০টি লোকাল রাইটস প্রোগ্রামের আওতায় ২৩টি শিশু সাংবাদিক দল গঠন করেছে। এসব দলের সদস্যরা নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সংবাদ লেখা, ছবি তোলা, আশপাশের সমস্যা চিহ্নিত করা, তথ্য সংগ্রহ এবং লেখনীর মাধ্যমে ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তনের কৌশল শিখছে। তারা শুধু নিজেরাই শিখছে না, বরং সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অন্য শিশুদের মধ্যেও ছড়িয়ে দিচ্ছে।

শিশু সাংবাদিকরা আজ নিজেদের সম্প্রদায়ের পরিবর্তনের অগ্রদূত হিসেবে কাজ করছে। তারা নারী ও শিশুদের নানা বাস্তব সমস্যা, সম্ভাবনা ও অপ্রকাশিত গল্প তুলে ধরছে সাহসিকতার সঙ্গে। প্রতিবছর তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রকাশিত 'তৃণমূল বার্তা' স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের সরকারি, বেসরকারি এবং উন্নয়ন-সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের কাছে পৌঁছে যায়, যা নীতিনির্ধারণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এখানেই তাদের কাজের পরিসর শেষ নয়। শিশু সাংবাদিকদের লেখা ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্থানীয় ও জাতীয় গণমাধ্যমেও প্রকাশিত হচ্ছে, যা তাদের আত্মবিশ্বাস, দক্ষতা এবং সামাজিক দায়িত্ববোধকে আরও সমৃদ্ধ করছে।

আমরা বিশ্বাস করি, আজকের এই শিশু সাংবাদিকরাই আগামী দিনের সচেতন নাগরিক, মানবাধিকারকর্মী, গণমাধ্যমকর্মী এবং পরিবর্তনের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে। তাদের কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করা মানে একটি ন্যায়ভিত্তিক, বৈষম্যহীন ও শিশু-বান্ধব সমাজ গঠনের পথকে আরও সুদৃঢ় করা। এই বিশ্বাস নিয়েই একশনএইড বাংলাদেশ শিশুদের ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব বিকাশের যাত্রা অব্যাহত রেখেছে।

একশনএইড বাংলাদেশ